দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ৩০ JAN 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বইয়ের বোঝায় পকেট ভারী

এম এইচ রবিন ●

উত্তরার একটি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী অদ্রি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত ৬টি পাঠ্যপুস্তকসহ তার ক্লাসের বইয়ের সংখ্যা ১৬টি। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত অবশিষ্ট বইগুলো অতিরিক্ত পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ডের বইয়ের বাইরেও শিশুদের পড়তে দেওয়া হয় এসব অতিরিক্ত বই। ফলে বইয়ের বোঝায় ব্যাগ ভারী হয় কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের আর ব্যবসায় পকেট ভারী হয় কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষের। অথচ কিন্ডারগার্টেন বিষয়ে সরকারি নীতিমালা মানা হচ্ছে না, মাঠ প্রশাসনের অবহেলায় তা বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ নেই। এ অবস্থায় কিন্ডারগার্টেন তদারকিতে অনেকটাই নিরুপায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কিন্ডারগার্টেনগুলোয় নেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। ছোট ছোট খুপরিঘর আর দু-তিনটি রুম মিলিয়ে একটি কিন্ডারগার্টেন। কোথাও একটি রুমেই পরিচালিত হচ্ছে একটি কিন্ডারগার্টেন। গাদাগাদি করে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির। ঠিকমতো হয় না ক্লাসের পাঠদান। অথচ পরীক্ষা নেওয়া হয়– সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক আর বার্ষিক। এসব পরীক্ষার জন্য মনগড়া ফি আদায় করা হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে। ক্লাসের বাইরে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন কোচিং নিয়ে। মাসের পর মাস অভিভাবকদের গুনতে হয় কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ।

কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ

- **মানা হচ্ছে না সরকারি নীতিমালা**
- **নিরুপায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**

রাজধানীর সূত্রাপুরের কাগজিটোলায় প্রায় আটশ বর্গফুটের এক রুমেই চলছে একটি কিন্ডারগার্টেনের কার্যক্রম। এখানে দেখা যায়– তিনটি টেবিলে পড়ানো হয় প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের, আরও তিনটি টেবিলে বসে প্রথম শ্রেণির শিশুরা। অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও বসছে চাপাচাপি করে। ছোট্ট একটি ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে। শিক্ষকদের বসার জায়গাটুকুও নেই। দরজার সামনে বসে থাকেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক মো. আব্দুল আজিজ জানান, বাসায় সারা দিন চার দেয়ালে বন্দি থাকে শিশুরা। স্কুলেও একই অবস্থা। পড়ার ফাঁকে একটু দৌড়াদৌড়ি করবে, সে জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই।

অতিরিক্ত পাঠ্যবই প্রসঙ্গে আরেক অভিভাবক অহিদুল ইসলাম জানান, স্কুল থেকে তার সন্তানের জন্য যে পড়া দেওয়া হয় তা তৈরি করতে দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। অনেক চাপের কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে চায় না। তাই আগামী বছর সন্তানকে অন্য স্কুলে দেওয়ার চিন্তা করছেন। তবে যে কয়েকটা কিন্ডারগার্টেনে খোঁজ নিয়েছেন সেগুলোর অবস্থা একই। এখন করণীয় নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন।

তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৬০ হাজার কিন্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করছে এক কোটি শিশু। শহরাঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

বইয়ের বোঝায় পকেট ভারী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অভিভাবকদের একমাত্র ভরসা কিন্ডারগার্টেন। কিন্তু এখানেও স্বস্তি মিলছে না। এ অবস্থা বিবেচনা করে সরকার কিন্ডারগার্টেন নীতিমালাও করেছে। নীতিমালায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন নিতে বলা হয়। তবে অবকাঠামোহীন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, নিবন্ধনের আগ্রহ দেখায়নি কিন্ডারগার্টেনগুলো। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখভালের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থাও নেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। এ অবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে করণীয় নির্ধারণের জন্য ৫ মাস আগে সারা দেশে ৫৫৯টি টাস্কফোর্স গঠন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

ওই কর্মকর্তা জানান, কিন্ডারগার্টেনগুলো বৈধভাবে গড়ে ওঠেনি। সারা দেশে এগুলোর সংখ্যা কত সঠিক পরিসংখ্যা নেই, কেউ বলছে ৬০ হাজার, কারো মতে ৫০ হাজার। এগুলোর পাঠ্যক্রম কী, সরকারি বই পড়ানো হয় কিনা, শিক্ষকদের যোগ্যতা কী, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া কী, বেতনভাতা কেমন, কোন কোন খাতে অর্থ আদায় করে, কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার অর্থের উৎস কী, আয়ের অর্থ কোথায় ব্যয় হয়, ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবিধান মানে কিনা– এসব প্রশ্নের জবাবসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং সুপারিশ লিপিবদ্ধ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এতে সাড়া দেননি। ফলে মন্ত্রণালয় এবার দ্বারস্থ হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান গতকাল আমাদের সময়কে জানান, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্সের তথ্য চেয়ে বারবার চিঠি দেওয়া হলেও তারা মন্ত্রণালয়ে কোনো তথ্য দেননি। তথ্য না পাওয়ায় কিন্ডারগার্টেন বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত তথ্য পাঠানোর জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে নির্দেশ দিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশের বেসরকারি প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন যাচাই ও করণীয় নির্ধারণ করতে গত বছর ১৬ আগস্ট একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এক মাসের মধ্যে টাস্কফোর্সকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাতে বলা হয়। প্রসঙ্গত সীমাহীন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬২ সালের স্কুল নিবন্ধন আইনের আলোকে ২০১১ সালে একটি বিধিমালা করে। কিন্ডারগার্টেনগুলো ওই বিধিমালার অধীনে নিবন্ধন করবে। কিন্তু মাত্র ৩০২টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করেছে। এরপর টাস্কফোর্স করে এখন প্রতিষ্ঠান শুমারির পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেনগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। কিন্তু মাঠ প্রশাসনের অবহেলার কারণে এ উদ্যোগটিও স্থবির হয়ে পড়েছে।